LankaBangla SECURITIES

দৈনিক সংবাদ সংক্ষেপ

সোমবার ৮ই জানুয়ারি **২০১৮ ইং**

অনুমোদিত মূলধন বাড়াচ্ছে খান ব্রাদার্স

অনুমোদিত মূলধন ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ কোটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ। সম্প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) তা অনুমোদন করেছেন শেয়ারহোল্ডাররা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।৩০ জুন সমাপ্ত ২০১৭ হিসাব বছরের জন্য ১০ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে খান ব্রাদার্স। সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে, গেল হিসাব বছরে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৮১ পয়সা, আগের বছর যা ছিল ১ টাকা ১৬ পয়সা। ৩০ জুন শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়ায় ১৩ টাকায়।এদিকে চলতি হিসাব বছরের প্রথম (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির ইপিএস হয়েছে ১৯ পয়সা, আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ১৮ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এনএভিপিএস দাঁড়ায় ১১ টাকা ৯০ পয়সায়।ডিএসইতে সর্বশেষ ১৮ টাকা ৩০ পয়সায় খান ব্রাদার্সের শেয়ার হাতবদল হয়। গত এক বছরে শেয়ারটির সর্বোচ্চ দর ছিল ২৬ টাকা ৩০ পয়সা ও সর্বনিম্ন ১৭ টাকা ২০ পয়সা।http://bonikbarta.net

রংপুর চেম্বার নেতাদের সঙ্গে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনারের মতবিনিময়

রাজশাহীতে অবস্থিত ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন কার্যালয়ের সহকারী হাই কমিশনার ড. অভিজিত্ চট্টোপাধ্যায় গতকাল রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। রংপুর চেম্বার ভবনের বোর্ডরুমে সভায় সভাপতিত্ব করেন রংপুর চেম্বারের সভাপতি মোস্তফা সোহরাব চৌধুরী টিটু।চেম্বার সভাপতি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদারকরণ, এডুকেশন এক্সচেঞ্জ ও রংপুর-কলকাতার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সহকারী হাই কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।সভায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রফতানি বাণিজ্য, স্থলবন্দর, রেল যোগাযোগ চালুকরণ ও ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া-সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন চেম্বারের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মোজতোবা হোসেন রিপন, সহসভাপতি মনজুর আহমেদ আজাদ, চেম্বার পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান রাজা, পার্থ বোস, মো. মোতাহার হোসেন মণ্ডল মওলা ও সাধারণ সদস্য স্বপ্না রানী দাস।http://bonikbarta.net

রফতানি উপযোগী বেকারি পণ্য উৎপাদনে আসছে দেশবন্ধু গ্রুপ

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশবন্ধু গ্রুপ রফতানি উপযোগী বিস্কুট, কেক, চানাচুর ও চিপস উৎপাদন করতে যাচ্ছে। আগামী মাসে তারা এসব পণ্য উৎপাদন শুরু করবে। দেশবন্ধু ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ও দেশবন্ধু ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট ব্র্যান্ডে এসব পণ্য উৎপাদন হবে। বর্তমানে কারখানায় মেশিন স্থাপনের কাজ চলছে।সরেজমিন দেখা যায়, নরসিংদীর চরসিন্দুর পলাশ শিল্প এলাকায় দেশবন্ধু ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট তৈরির জন্য কারখানা স্থাপনের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে মেশিন স্থাপনের কাজ চলছে। এ কারখানায় চিপস, বিস্কুট, ব্রেড, ড্রাইকেক, চানাচুর, ডালভাজা ও বিভিন্ন প্রকার টোস্ট বিস্কুট উৎপাদিত হবে। উৎপাদিত পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রিসহ আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি করা হবে।দেশবন্ধু গ্রুপের প্রতিষ্ঠান দেশবন্ধু ফুড অ্যান্ড বেভারেজের যাত্রা হয় ২০১৫ সালের জুনে। গত বছরের অক্টোবরে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু কারখানার উদ্বোধন করেন। প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ মারুফ হোসেন বলেন, বর্তমানে সিএসডি, ড্রিংকিং ওয়াটার ও

জুস মিলিয়ে নয়টি আইটেম উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ২৮ হাজার কার্টন। দেশবন্ধু বেভারেজে উৎপাদিত পণ্য দেশে বিক্রি ছাড়াও থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া ও গ্রিসে রফতানি হচ্ছে। শিগগিরই এর উৎপাদন ক্ষমতা আরো বাড়বে।http://bonikbarta.net

উচ্চাকাঙ্ক্ষী এজেন্ডা নিয়ে চীন সফর শুরু মাখোঁর

চীনের দানবীয় ইস্ট-ওয়েস্ট কাঠামো প্রকল্পটিকে ইউরোপ সুযোগ ও হুমকি— দুভাবেই দেখছে। এ রকম পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ আজ থেকে চীনে তার প্রথম সরকারি সফর শুরু করতে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে উদ্যমী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে পরিচিত এ তরুণ প্রেসিডেন্টের সফরের জন্য চীনসহ সারা বিশ্বই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। খবর এএফপি।মান্দারিন ভাষায় মাখোঁর নামের উচ্চারণ ‘মাকেলং’, যার অর্থ যে ঘোড়া ড্রাগনকে পরাজিত করে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে মাখোঁ এ ভাবমূর্তি ধরে রাখার চেষ্টা করবেন কিনা, তা বোঝা না গেলেও তিনদিনের সফরে বেইজিংয়ের সঙ্গে ‘কৌশলগত জুটি’ গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন বলে জানা গেছে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূল এবং ফ্রান্সের বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার বিষয়ে তিনি জোর দেবেন বলে ফরাসি প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানিয়েছে।http://bonikbarta.net

চ্যালেঞ্জের মুখে মধ্যপ্রাচ্যের এলএনজি বাণিজ্য

মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সবচেয়ে বেশি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রফতানি হয়। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে এ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দেশ এলএনজি আমদানি করে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংকটের জেরে আগামী দিনগুলোয় এ অঞ্চল থেকে জ্বালানি পণ্যটির রফতানি কমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে উত্তোলন বাড়ায় মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে এলএনজি আমদানি ক্রমে কমছে। সব মিলিয়ে ২০১৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যের এলএনজি আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে মন্দাভাব বজায় থাকতে পারে বলে মনে করছেন বাজার বিশ্লেষকরা। চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে এ অঞ্চলের এলএনজি বাণিজ্য। খবর অয়েলপ্রাইস ডটকম ও দ্য ন্যাশনাল।এলএনজি রফতানিকারকদের তালিকায় শীর্ষে আছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতার। ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ অব ওয়ার্ল্ড এনার্জি ২০১৭ অনুযায়ী, এলএনজির মোট বৈশ্বিক মজুদের ১৩ শতাংশ কাতারে রয়েছে। তবে দেশটি চলতি বছর কিংবা ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে অস্ট্রেলিয়ার কাছে এ শীর্ষ রফতানিকারকের মর্যাদা হারাতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। একদিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে এলএনজি রফতানি দ্রুত বাড়ছে, অন্যদিকে সৌদি আরবের নেতৃত্বে প্রতিবেশী দেশগুলো কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করায় কাতার থেকে পণ্যটির রফতানি কমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর জের ধরে এলএনজির বৈশ্বিক রফতানি বাণিজ্যে অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ক্রমে পিছিয়ে পড়ছে কাতার। প্রতিবেশী দেশগুলোর বাইরে জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় সবচেয়ে বেশি এলএনজি রফতানি করে কাতার। ২০১৮ সালে কোনো কারণে এ তিনটি দেশ কাতার থেকে এলএনজি আমদানি কমিয়ে দিলে দেশটির এ খাত বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এরই মধ্যে এলএনজি উৎপাদন ও রফতানি বাড়ানোর চেষ্টা করছে কাতার।http://bonikbarta.net

পুঁজিবাজারে নিম্নমুখী প্রবণতায় সপ্তাহ শুরু

দেশের দুই পুঁজিবাজারে নিম্নমুখী প্রবণতায় সপ্তাহ শুরু হয়েছে। গতকাল সূচক কমার পাশাপাশি বেশির ভাগ কম্পানির শেয়ার দাম কমেছে। তবে ব্যাংক খাতের ৭৭ শতাংশ কম্পানির শেয়ার দাম হ্রাস পেয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন হয়েছে ৫০৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা। যার মধ্যে ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৮৫ কোটি টাকা আর সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ২৪ কোটি টাকা।সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস গতকাল রবিবার ডিএসইতে সূচক কমেছে ৩৪ পয়েন্ট। আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৫১৮ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। আর সূচক কমেছিল ১৫ পয়েন্ট। এদিকে ডিএসইতে ব্যাংক খাতের ৭৭ শতাংশ কম্পানির শেয়ার দাম হ্রাস পেয়েছে। তালিকাভুক্ত ৩০ কম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে দুটির বা ৬.৬৬ শতাংশ, দাম কমেছে ২৪টি বা ৭৬.৬৬ শতাংশ আর অপরিবর্তিত রয়েছে ১৬.৬৬ শতাংশ কম্পানির।http://www.kalerkantho.com